প্রথম আলো
13 DEC 2025

বাইসাইকেল রপ্তানির ৬৭ শতাংশ মেঘনার

প্রকৌশল পণ্য

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া বাইসাইকেলের বড় গন্তব্য ইউরোপের দেশগুলো। শীর্ষ বাজার হচ্ছে জার্মানি।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

স্বাস্থ্যসচেতন জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়ায় দেশে দেশে বাড়ছে বাইসাইকেলের ব্যবহার। সেই চাহিদার ওপর ভর করেই বৈশ্বিক বাজারে শক্ত ভিত তৈরি করছিল বাংলাদেশের বাইসাইকেল। তবে করোনার পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন কারণে সেই চাহিদায় ধাক্কা লাগে। তাতে টানা দুই বছর পরিবেশবান্ধব এই বাহনের রপ্তানি কমে যায়। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাইসাইকেলের বাজার।

বিশ্ববাজারে বাইসাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মেঘনা গ্রুপ। বর্তমানে মোট রপ্তানির ৬৭ শতাংশই এই শিল্পগোষ্ঠীর দখলে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শীর্ষ দুটিই মেঘনা গ্রুপের। সেগুলো হচ্ছে এমঅ্যান্ডইউ সাইকেল ও হানা সিস্টেম।

বাইসাইকেল খাতে নতুন বিনিয়োগও আসছে, যদিও তা খুবই কম। দুই দশকের বেশি সময় তৈরি পোশাক রপ্তানির পর বাইসাইকেল উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছে পানাম গ্রুপ। এক বছরের ব্যবধানে এই কোম্পানি শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানিতে তৃতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান পানাম গ্রুপ। চতুর্থ শীর্ষ রপ্তানিকারক আরএফএল গ্রুপের রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ। আর পঞ্চম শীর্ষস্থানে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত আলিটা (বিডি) লিমিটেড, যা দেশের প্রথম বাইসাইকেল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া বাইসাইকেলের বড় গন্তব্য ইউরোপের দেশগুলো। আর একক শীর্ষ বাজার জার্মানি। যদিও বাংলাদেশ থেকে সরাসরি বাইসাইকেল রপ্তানি করছে মাত্র নয়টি প্রতিষ্ঠান। শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক ছাড়া বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে মেঘনা গ্রুপের ইউনিগ্লোরি সাইকেল কম্পোনেন্টস ও মেঘনা বাংলাদেশ লিমিটেড, করভো সাইকেল এবং জিন চ্যাং সুজ। মাহিন সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করলেও গত বছর তাদের

“ গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাইসাইকেলের বৈশ্বিক বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছিল। সেখান থেকে গত অর্থবছরে বাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে প্রবৃদ্ধি বেশি দেখাচ্ছে।

মো. লুৎফুল বারী

“ ইউরোপের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। যুদ্ধের কারণে অনেকেই কেনাকাটা কমিয়েছিল। সেই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে পাল্টা শুল্কের কারণে বাইসাইকেল রপ্তানির নতুন বাজার হিসেবে সামনে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র।

কামরুজ্জামান কামাল,

‘ইলেকট্রিক বাইসাইকেলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে বিক্রি হওয়া মোট বাইসাইকেলের ৩০ শতাংশ ইলেকট্রিক। সে কারণে আমরাও ইলেকট্রিক বাইসাইকেল উৎপাদনে নজর দিয়েছি। ক্রেতাদের কাছ থেকেও ভালো সাড়া পাচ্ছি।’ নীতিসহায়তা পেলে রপ্তানি আরও বাড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রপ্তানি বাড়ছে অন্যদেরও

আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশের চতুর্থ শীর্ষ বাইসাইকেল রপ্তানিকারক। বর্তমানে হবিগঞ্জ ও রংপুরে দুটি কারখানা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। রংপুরে নতুন

যদিও তা খুবই কম। দুই দশকের বেশি সময় তৈরি পোশাক রপ্তানির পর বাইসাইকেল উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছে পানাম গ্রুপ। এক বছরের ব্যবধানে এই কোম্পানি শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানিতে তৃতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান পানাম গ্রুপ। চতুর্থ শীর্ষ রপ্তানিকারক আরএফএল গ্রুপের রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ। আর পঞ্চম শীর্ষস্থানে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত আলিটা (বিডি) লিমিটেড, যা দেশের প্রথম বাইসাইকেল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া বাইসাইকেলের বড় গন্তব্য ইউরোপের দেশগুলো। আর একক শীর্ষ বাজার জার্মানি। যদিও বাংলাদেশ থেকে সরাসরি বাইসাইকেল রপ্তানি করছে মাত্র নয়টি প্রতিষ্ঠান। শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক ছাড়া বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে মেঘনা গ্রুপের ইউনিগ্লোরি সাইকেল কম্পোনেন্টস ও মেঘনা বাংলাদেশ লিমিটেড, করভো সাইকেল এবং জিন চ্যাং সুজ। মাহিন সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করলেও গত বছর তাদের রপ্তানির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, করোনার পর ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ১৭ কোটি ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি হয়। পরের অর্থবছর রপ্তানি কমে যায় ২৯ শতাংশ। সে বছর রপ্তানি হয়েছিল ১৪ কোটি ডলারের বাইসাইকেল। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি কমে ৪৫ শতাংশ। সেবার রপ্তানি হয়েছিল সোয়া ৮ কোটি ডলারের বাইসাইকেল।

অবশ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাইসাইকেলের রপ্তানি আবার ঘুরে দাঁড়ায়। রপ্তানি হয়েছে ১১ কোটি ৬৪ লাখ ডলারের বাইসাইকেল। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৫ কোটি ৯৮ লাখ ডলারের বাইসাইকেল। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪১ শতাংশ বেশি।

শীর্ষ পাঁচে মেঘনার দুই

মেঘনা গ্রুপের বাইসাইকেল ও বাইসাইকেলের সরঞ্জাম তৈরির মোট কারখানার সংখ্যা ৭। তার মধ্যে যৌথ বিনিয়োগে রয়েছে চারটি প্রতিষ্ঠান। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর মেঘনা গ্রুপ ৭ কোটি ৮১ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে। সেই হিসেবে মোট রপ্তানিতে তাদের হিস্যা ৬৭ শতাংশ। যদিও গত অর্থবছর মেঘনা গ্রুপ ৮ কোটি ১২ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে বলে জানিয়েছেন গ্রুপটির কর্মকর্তারা।

এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছর মেঘনা গ্রুপের এমঅ্যান্ডইউ ৪ কোটি ডলার

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাইসাইকেলের বৈশ্বিক বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছিল। সেখান থেকে গত অর্থবছরে বাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে প্রবৃদ্ধি বেশি দেখাচ্ছে।

মো. লুৎফুল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টায়ার ডিভিশন, মেঘনা গ্রুপ

ইউরোপের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। যুদ্ধের কারণে অনেকেই কেনাকাটা কমিয়েছিল। সেই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে পাল্টা শুল্কের কারণে বাইসাইকেল রপ্তানির নতুন বাজার হিসেবে সামনে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র।

কামরুজ্জামান কামাল,
বিপণন পরিচালক, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

এবং হানা সিস্টেম ২ কোটি ৩৬ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে। হানা সিস্টেম নামের কারখানাটি জার্মানির একটি কোম্পানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে করেছে মেঘনা গ্রুপ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় গত বছর এমঅ্যান্ডইউ সাইকেলের রপ্তানি বেড়েছে ৪২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। হানা সিস্টেমের রপ্তানি বেড়েছে ৭ দশমিক ২৭ শতাংশ।

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভূঁইয়ার বাবা আবদুল খালেক ১৯৭৬ সালে একজন অবাঙালির কাছ থেকে তেজগাঁওয়ের সাইকেলের কারখানা কিনে নেন। পরে নাম বদলে হয় মেঘনা সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ। ১৯৮৬ সালে বাবা মারা গেলে ব্যবসার হাল ধরেন তাঁর বড় ছেলে মিজানুর রহমান। তাঁর হাত ধরেই মূলত মেঘনার সাইকেল শিল্পের যাত্রা। ১৯৯৫ সালে তেজগাঁওয়ের 'বাংলাদেশ সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ' নামের সরকারি প্রতিষ্ঠানটিও কিনে নেন তিনি।

দুই বছর পর কারখানা বুঝে নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৮ সালে দেশের বাজারের জন্য সাইকেল তৈরি শুরু করেন মিজানুর রহমান। পরের বছর ইংল্যান্ড থেকে প্রথম রপ্তানি ক্রয়াদেশ পায় মেঘনা। যদিও প্রথম চালানের সাইকেলে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ায় সেগুলো নিজেই না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন মিজানুর রহমান। পরে আবারও সেই ক্রেতার ক্রয়াদেশ পায় মেঘনা। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

জানতে চাইলে মেঘনা গ্রুপের টায়ার ডিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. লুৎফুল বারী *প্রথম আলো*কে বলেন, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাইসাইকেলের বৈশ্বিক বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছিল। সেখান থেকে গত অর্থবছরে বাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে প্রবৃদ্ধি বেশি দেখাচ্ছে।

ইলেকট্রিক বাইকও যাচ্ছে

পানাম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান পানাম সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ ২০২৩ সালের এপ্রিলে রপ্তানি শুরু করে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে তাদের কারখানায় ৪০০ কর্মী কাজ করছেন। বর্তমানে শুধু ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করলেও মার্কিন ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ নিয়েও কাজ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছর ১ কোটি ২২ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে পানাম গ্রুপ। তার আগের অর্থবছরে কোম্পানিটির রপ্তানি ছিল ৪৫ লাখ ডলারের। তার মানে গত অর্থবছরে পানামের বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ১৭১ শতাংশ।

তুলনামূলক নতুন এই প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে ইলেকট্রিক বাইসাইকেল উৎপাদন শুরু করে। চলতি বছর তারা ডেনমার্কের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইলেকট্রিক বাইসাইকেলের প্রথম চালান রপ্তানি করে। তারপর ইইউর অন্য ক্রেতাদের জন্যও ইলেকট্রিক বাইসাইকেল বানিয়েছে।

জানতে চাইলে পানাম সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজের মহাব্যবস্থাপক (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস) সৈয়দ ইফতেখার আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ইলেকট্রিক বাইসাইকেলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে বিক্রি হওয়া মোট বাইসাইকেলের ৩০ শতাংশ ইলেকট্রিক। সে কারণে আমরাও ইলেকট্রিক বাইসাইকেল উৎপাদনে নজর দিয়েছি। ক্রেতাদের কাছ থেকেও ভালো সাড়া পাচ্ছি।' নীতিসহায়তা পেলে রপ্তানি আরও বাড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রপ্তানি বাড়ছে অন্যদেরও

আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশের চতুর্থ শীর্ষ বাইসাইকেল রপ্তানিকারক। বর্তমানে হবিগঞ্জ ও রংপুরে দুটি কারখানা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। রংপুরে নতুন আরেকটি কারখানা নির্মাণ করছে তারা। আগামী বছর এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হবে। বিদায়ী অর্থবছরে রংপুর মেটাল ১ কোটি ১৮ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে। তাদের সাইকেলের দাম ৩৫০ থেকে ৪০০ ডলার।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ইউরোপের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। যুদ্ধের কারণে অনেকেই কেনাকাটা কমিয়েছিল। সেই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে পাল্টা শুল্কের কারণে বাইসাইকেল রপ্তানির নতুন বাজার হিসেবে সামনে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাইসাইকেল রপ্তানি করেছি। চলতি অর্থবছরও যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, সাইকেল রপ্তানি বাড়াতে হলে পরীক্ষাগার স্থাপনের পাশাপাশি সরঞ্জাম উৎপাদনের সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে বাইসাইকেল রপ্তানির শুরুটা আলিটা (বিডি) লিমিটেডের হাত ধরে। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেডের কারখানা নির্মাণ শুরু করেন তাইওয়ানের নাগরিক ইয়ে চেং মিন। পরের বছর তাঁরা প্রথম বাইসাইকেল রপ্তানি করেন। বর্তমানে আলিটার কারখানায় কাজ করেন ৪০০ শ্রমিক। তাঁরা মূলত ৮০ থেকে ২০০ মার্কিন ডলার মাউন্টেন বাইসাইকেল রপ্তানি করেন। গত অর্থবছর ৮৭ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ৪৫ শতাংশ বেশি।

জানতে চাইলে আলিটা (বিডি) লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক এ এইচ এম ফেরদৌস *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ক্রয়াদেশ আগের থেকে বেড়েছে। আশা করছি, আগামী দিনগুলোতে আমাদের বাইসাইকেল রপ্তানি আরও বাড়বে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

1 3 DEC 2025

বিজিএমইএর সঙ্গে বৈঠক

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী চীনা ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগের সুযোগ নিতে আগ্রহী চীনা ব্যবসায়ীরা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেক্সটাইল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে তারা বিজিএমইএর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের চীনের ফ্যাব্রিকস উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিজিএমইএ কার্যালয়ে গতকাল চীনের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সুযোগ নিয়ে আলোচনা করে। বিজিএমইএর পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান। চীনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফ্রাঙ্ক য়ি। বৈঠকে বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, পরিচালক মো. হাসিব উদ্দিন, পরিচালক রুমানা রশীদ ও পরিচালক মোহাম্মদ সোহেল অংশ নেন।

চীনা প্রতিনিধি দলে টেক্সটাইল, ফ্যাব্রিকস, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, আইটি, এআই, হাই-টেক শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা, আইন পরামর্শ ও বিরোধ নিষ্পত্তি খাতের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বাংলাদেশের পোশাক খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, বিশেষ করে ম্যানমেড ফাইবার ও উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদনে যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনার ওপর জোর দেয়া হয়।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে ইনামুল হক খান চীনা ব্যবসায়ীদের এমএমএফ-ভিত্তিক টেক্সটাইল, কেমিক্যাল ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খাতে যৌথ বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এছাড়া এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী সময়ের জন্য এআই-চালিত প্রযুক্তি, সাপ্লাই চেইন, থ্রিডি ফটো প্রিন্টিং ও ডিজিটাল প্রডাক্ট পাসপোর্ট খাতেও সহযোগিতা চাওয়া হয়। পর্যাপ্ত সমন্বয়ের জন্য জানুয়ারিতে বেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে বিজিএমইএ ও চীনা ব্যবসায়ীদের একটি নিবিড় সভা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা

1 3 DEC 2025

দেশীয় সুতা ব্যবহারকারী রফতানিকারকদের ১০% প্রণোদনা দেয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্পিনিং শিল্পকে রক্ষার্থে দেশীয় সুতা ব্যবহারকারী গার্মেন্টস পণ্য রফতানিকারকদের ১০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এ সুতা আমদানির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সুরক্ষা শুল্ক প্রয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল 'বাংলাদেশের স্পিনিং শিল্পের সব শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। লিখিত বক্তব্যে সালমা গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) আজহার আলী বলেন, 'কাঁচা তুলা থেকে সুতা উৎপাদন, দক্ষ শ্রমশক্তির ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে এ শিল্প অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তবে কভিড, ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার সংকট, জ্বালানি সংকটের মতো নানা কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এসব চ্যালেঞ্জে স্পিনিং শিল্প খুবই সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি। এরই মধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ শিল্প-কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে লক্ষাধিক শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বাকি শিল্প-কারখানাগুলোও বন্ধ হওয়ার পথে।'

এমন পরিস্থিতিতে এ শিল্প বাঁচাতে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সুতা শিল্পকে (স্পিনিং সেক্টর) রক্ষায় গার্মেন্টসের রফতানির ওপর দেশীয় সুতা ব্যবহারকারীদের জন্য ১০ শতাংশ প্রণোদনা এবং সুতা আমদানির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সুরক্ষা শুল্ক প্রয়োগ করা। রফতানি করা পণ্যের সঙ্গে যুক্ত সব প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল থেকে ৩০ শতাংশ রিবেট দিয়ে আপৎকালীন (দুই বছরের জন্য) প্রণোদনা দেয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ★ ঢাকা।

The Daily Star
13 DEC 2025

BGMEA seeks Chinese investment in man-made fibre

STAR BUSINESS REPORT

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) yesterday sought cooperation from the Chinese investors for joint-venture investment in manmade fibre (MMF), chemical and renewable energy.

The request was made during a meeting between the BGMEA officials and a visiting Chinese delegation held at the BGMEA office in Dhaka.

China, the largest garment exporter globally, currently holds over 30 percent of the international garment market, though its share has declined in recent years.

The country is also the largest supplier of MMF products and is exploring alternative production destinations in other countries to reduce costs.

At the meeting, Inamul Haq Khan, senior vice-president of BGMEA, said Bangladesh is focusing on technology upgrades, advanced machinery, and MMF-based production to remain competitive in global markets.

He urged Chinese investors to explore joint ventures in MMF textiles, chemicals, and renewable energy, which he said would reduce costs and shorten lead times for apparel exporters.

Khan also highlighted cooperation opportunities in AI-driven manufacturing, integrated supply chain systems, 3D photo production, and digital product passports as critical for Bangladesh's post-LDC graduation challenges.

PHOTO: STAR/FILE

BGMEA Director Faisal Samad emphasised the need for frequent engagement between businesses of both countries, proposing a coordination meeting in January supported by Betttex Industries.

He also suggested signing a memorandum of understanding (MoU) with the Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) to enhance collaboration in education and research.

Samad noted that since Bangladesh imports a significant volume of fabrics from China, business disputes occasionally arise.

Having a Chinese law firm available for dispute resolution, he said, would benefit companies on both sides by providing a reliable platform for settling commercial issues.

The Chinese delegation expressed interest in joint investments in renewable energy and other emerging sectors.

They also invited BGMEA leaders to visit major fabric-manufacturing hubs in China and agreed to meet again in January.

Key members of the Chinese delegation included information technology (IT) and supply chain specialists Yi Shanwei, chairman of Weihai Bettex, and Yi Ran, project manager; Luo Fei, chairman of Beijing Mofeng Technology; and Gao Bin, president of Nanjing Zhiyi Network Technology.

From the textile and fabrics sector, attendees included Shen Hanxin, CEO of Fast Powder; Luan Rundong, executive director of Changzhou Jinhe Investment; and Quan Shouli, general manager of Suzhou Youwo Rui New Materials Technology.

Currently, China remains Bangladesh's largest source of imported raw materials, including fabrics, chemicals, and accessories for export-oriented garment items.

Many Chinese investors are exploring opportunities in Bangladesh due to higher US tariffs on Chinese products, while global brands are increasingly relocating some work orders from China to countries such as Bangladesh, Vietnam, Thailand, and Myanmar to reduce production costs and mitigate supply chain risks.

The Financial Express

1 3 DEC 2025

Chinese investors meet BGMEA leaders to explore diversified investment opportunities

A high-level delegation of investors from various industrial sectors in China in a meeting with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) focused on joint investment in the diversified products sector, reports UNB.

The meeting was held at the BGMEA Complex in the capital on Thursday.

The BGMEA side was led by its Senior Vice President, Inamul Haq Khan, while the Chinese delegation was led by Frank Yi, Chairman of the global fashion partner BETTEX Industries Ltd.

Among others were attended by BGMEA Vice President Md Shihab Uddoza Chowdhury, and Directors Faisal Samad, Md Hasib Uddin, Rumana Rashid, and Mohammad Sohel.

The meeting focused on exploring trade and diversified investment opportunities between Bangladesh and China, particularly in the apparel industry's backward linkage sector.

The Chinese delegation comprised representatives from diverse sectors, including: Textile, Fabrics, and Backward Linkage, IT, AI, and Supply Chain Technology, Hi-Tech Industry, Education and Technical Research, Legal Consultancy and Dispute Resolution.

A major point of discussion was the potential for joint investment in key sectors, notably the backward linkage industry for apparel—including Man-Made Fiber (MMF) which is crucial for the industry.

BGMEA leaders highlighted Bangladesh's increasing focus on upgrading technology and machinery to enhance its capacity for producing high-value products, especially MMF-based garments.

BGMEA Senior Vice President Inamul Haq Khan urged Chinese businesses to pursue joint investments in MMF-based textiles, chemicals, and renewable energy sectors.

He said such investments would boost the industry's competitiveness, reduce production costs, and shorten lead times. Furthermore, he sought Chinese cooperation in adopting cutting-edge technologies like AI-driven supply chain solutions, integral supply chains, 3D prototyping, and Digital Product Passports to prepare for the challenges of LDC graduation.

BGMEA Director Faisal Samad emphasized the importance of close communication between the businesses of both countries. He proposed a coordination meeting between BGMEA and Chinese businessmen in January, which would be organized in collaboration with BETTEX Industries Ltd.

Samad also proposed signing a Memorandum of Understanding (MoU) with the Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) in China for education and research cooperation.

Additionally, he suggested that a Chinese law firm could provide an effective platform for resolving commercial disputes that often arise between the two parties over the import of fabrics from China.

The Chinese delegation expressed a strong interest in joint investment in critical areas, including renewable energy.

They agreed to the proposed January meeting and extended an invitation to the BGMEA leaders to visit major fabric manufacturing centers in China.

The Chinese delegation included YI, SHANWEI Chairman, Weihai Bettex and YI, RAN Project Manager, IT and Supply Chain experts LUO, FEI, Chairman, Beijing Mofeng Technology and GAO, BIN, President, Nanjing Zhiyi Network Technology.

The Business Standard

13 DEC 2025

RFL Group begins bag exports to US

BUSINESS - BANGLADESH

TBS REPORT

RFL Group, one of Bangladesh's leading business conglomerates, has commenced exporting a variety of bags to the United States.

The first consignment was dispatched from the company's factory in Gangachara, Rangpur. Currently, RFL bags are exported to ten countries, including Canada, Italy, Japan, Mexico, Germany, Korea, and Australia.

RN Paul, managing director of RFL Group, said, "It is a matter of great honour and pride to enter one of the world's largest and most competitive markets. This milestone is significant not only for RFL Group but also for Bangladesh's industrial sector.

By exporting bags to the US, RFL aims to further strengthen its global market presence. From the outset, we have prioritised internationally certified technology and materials to enhance the reputation of 'Made in Bangladesh' products worldwide."

He added, "These bags were produced at our Gangachara factory. Industrialisation should not be limited to urban areas, and this project demonstrates that high-quality products can be manufactured in remote regions.

The current export features ladies' handbags, and our goal is to continue supplying quality products while expanding into new markets based on customer demand."

RFL Group began producing eco-friendly and sustainable bags using modern technology in 2023 under the brand "Travello."

The product range includes ladies' bags, backpacks, duffle bags, storage bags, soft luggage, and hard luggage.

বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র ★ প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ★ ঢাকা।